1. Give a critical estimate on Bāṇabhaṭṭa's style.
2. Write a note on Bana and his works.
3. বাণোচ্ছিষ্টং জগৎসর্বম্— Discuss with apt illustration from your text.

অথবা,

Give a critical estimate on Bāṇabhaṭṭa's style.

বাণভট্টের রচনারীতি পর্যালোচনা করো।

উঃ গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি—গদ্যই কবিদের রচনার কষ্টিপাথর—আলঙ্কারিক বামনাচার্যের এই মন্তব্য সংস্কৃত গদ্য রচয়িতাগণের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ কবি সম্রাট বাণভট্টের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত। কারণ, বাণভট্ট যে গদ্য রচনা করেছেন তার মধ্যে তাঁর বাক্‌রীতি, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, চিত্রনির্মাণদক্ষতা, বক্রোক্তিপ্রয়োগনৈপুণ্য তাঁর কবিস্বভাব থেকে উৎসারিত হয়ে সহৃদয় হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাঁর রসানুগ বর্ণনাকৌশল যেমন বিন্ধ্যাটবীর গহনগম্ভীর সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করেছে, তেমনই রমনীয় অচ্ছোদ সরোবর, তপঃশুদ্ধা মহাশ্বেতা বা প্রাজ্ঞ শুকনাসকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করেছে। শুধু কাদম্বরী কথা কাব্যেই নয়, হর্ষচরিত আখ্যায়িকা কাব্যেও তাঁর গদ্যরীতি শব্দসৌকর্যে, অর্থের গাম্ভীর্য্যে ও ধ্বনিময়তায়, আলংকারিক বাক্যবন্ধে ভূষিত হয়ে সহৃদয় ব্যক্তিগণের মনঃপ্রীতির কারণ হয়ে উঠেছে।

ওজঃ সমাসভূয়স্ত্বমেতদ্ গদস্য জীবিতম্—এই আলংকারিক বচন অনুসারে ওজোগুণই গদ্যকাব্যের জীবন। তাই বাণের কাব্যে সমাসবদ্ধ পদ, দীর্ঘবাক্য, উৎকলিকা যা দীর্ঘ সমাসের মালা, দুরূহ শব্দ প্রয়োগ করে করেই এসেছে। যেমন, হর্ষচরিতের প্রথম উচ্ছ্বাসেই—সর্বেষু চ তেষু শাপভয়প্রতিপন্নমৌনেষু প্রভৃতি শব্দবন্ধে সহজভাবে শুরু করলেও অজস্র বিশেষণ শতৃ শানচ্ প্রত্যয়াদির দ্বারা শব্দ নির্মাণ করে সরস্বতী বর্ণনা করেছেন।

কাদম্বরীর শুকনাসোপদেশ অংশে—অপরে তু স্বার্থনিষ্পাদনপরৈঃ—...অভিনন্দতি —দীর্ঘবাক্যে রাজাদের তোষামোদকারী প্রবঞ্চকগণের বর্ণনা করেছেন।

Scanned with CamScan

Scanned with CamScanner

বাণভট্টের দীর্ঘবাক্য প্রয়োগের সমালোচনা হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে তিনি কল্পনা বিস্তারী। বর্ণনার ক্ষেত্রে তুচ্ছ বিষয়কেও যেন তিনি বর্জন করতে চান না। রাজা শূদ্রক, তারাপীড়, বিলাসবতী, পত্রলেখা প্রভৃতি চরিত্র যেমন তাঁর বর্ণনায় জীবন্ত, তেমনই বিন্ধ্যারণ্য, জাবালির আশ্রম, অচ্ছোদ সরোবর প্রভৃতির সৌন্দর্য্য কাদম্বরী কাব্যে চিত্রিত। হর্ষচরিতেও প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যু দৃশ্য বা যশোবতীর চিতারোহণে মৃত্যুর সংকল্প বাণের বাক্‌বৈদগ্ধ্যের সম্পদ।

বাণভট্টও কখনো কখনো এমন দীর্ঘবাক্য প্রয়োগ করেছেন যা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের সমষ্টি। শুকনাসের উপদেশে লক্ষ্মীর বর্ণনা যেমন—ন পরিচয়ং রক্ষতি, নাভিজনমীক্ষতে, ন রূপমালোকয়তে, ন কুলমনুবর্ততে, ন শীলং পশ্যতি, ন বৈদগ্ধ্যং গণয়তি, ন শ্রুতমাকর্ণয়তি, ন ধর্মমনুরুধ্যতে, ... ইত্যাদি।

বাণভট্ট পাঞ্চালী রীতির কবি। মাধুর্য্য ও সৌকুমার্য্য—এই দুটি গুণে তাঁর রচনারীতি ভূষিত। কাদম্বরী কথা কাব্যে পাঞ্চালীরীতিরই প্রাধান্য। 'অতিরেকেণ পাঞ্চালী রীতিঃ, অন্যা অপি রীতয়োঽল্পাধিকভাবেন পরিলক্ষ্যন্তে।' বৈদর্ভী বা গৌড়ী রীতিও অল্পাধিক পরিমাণে কাদম্বরী কাব্যে রয়েছে।

হর্ষচরিত ও কাদম্বরী—দুই গ্রন্থেই কবীশ্বর বাণ অসংখ্য শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার প্রয়োগ করেছেন। সেখানে তাঁর কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী উভয় প্রকার প্রতিভাই বিচ্ছুরিত। যেমন—

অনুপ্রাস— (১) ললাটলুলিতচারুচামীকরচক্রমে (হর্ষচরিত)

(২) কেরলীকপোলকোমলচ্ছবিনা (কাদম্বরী)

(৩) নবনলিনদলকোমলেন (কাদম্বরী)

এখানে উপমাই প্রধান, অনুপ্রাস যেন ছন্দোময়।

উপমা—শুকনাস প্রভৃতির বর্ণনায় কবি উপমাই প্রধান অলঙ্কাররূপে প্রয়োগ করেছেন। যেমন—যুধিষ্ঠির ইব ধর্মপ্রভবঃ—বশিষ্ঠ ইব দশরথস্য ইত্যাদি।

মালোপমা—কমলিনীব সবিতুঃ, সাগরবেলেব চন্দ্রমসঃ, ময়ূরীব জলধরস্য ...

অপ্রস্তুতপ্রশংসা—কালো হি গুণাশ্চ দুর্নিবারতামারোপয়ন্তি মদনস্য সর্বথা।

বিরোধাভাস—অনুষিতধবলাপি সরাগেব ভবতি যূনাং দৃষ্টিঃ।

রূপক—ইয়ং হি সুভটখড়্গমণ্ডলোৎপলবনবিভ্রমভ্রমরী..... ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দৃষ্টান্ত—ন হি অল্পীয়সা শোককারণেন ক্ষেত্রীক্রিয়ন্তে এবংবিধা মূর্তয়ঃ।

উৎপ্রেক্ষা—বাণভট্টের অন্যতম প্রিয় অলঙ্কার যা তিনি প্রতিটি বর্ণনার ক্ষেত্রে উপস্থিত করেছেন। প্রায় প্রতি ছত্রেই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার কাদম্বরী কথা কাব্যকে ভূষিত করেছে।

ভাষাশিল্পী বাণ। মুক্তক, বৃত্তগন্ধি, উৎকলিকাপ্রায় ও চূর্ণক—এই চার প্রকার গদ্যরচনাতেই তিনি সাবলীল। দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদ বা উৎকলিকাপ্রায় গদ্য যেমন তিনি রচনা করেছেন। আবার মুক্তক বা সমাস রহিত বাক্য নির্মাণেও তিনি স্বচ্ছন্দ। মুক্তক রচনা যেমন—কিমর্থঞ্চ কৃশোদরি। নালঙ্কৃতাসি! ইত্যাদি রসের অনুকূলেই প্রযুক্ত হয়েছে। কাদম্বরী শৃঙ্গার রসের কাব্য। কিন্তু নানা রসের সংমিশ্রণে কাব্য সৌন্দর্য্য তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে চরিত্রগুলির মানসিক বিশ্লেষণও তিনি করেছেন। মানবমনের সূক্ষ্ম বিষয়গুলি তিনি ভাষায় প্রকাশ করেছেন। মহাশ্বেতাবৃত্তান্তে বা হর্ষচরিতে যশোবতী বৃত্তান্তে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাণভট্টের বর্ণনার দক্ষতা এবং বর্ণনীয় বিষয় অসংখ্য। চিত্র রচনায় তাঁর সমকক্ষ কবি দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ সেই কারণে মন্তব্য করেছিলেন—'রঙ্ ফলাইতে কবির কী আনন্দ। যেন শ্রান্তি নাই। তৃপ্তি নাই। সে রঙ শুধু চিত্রপটের রঙ নহে। তাহাতে কবিত্বের রঙ, ভাবের রঙ আছে।' তাই কাদম্বারী কাব্য সত্যিই এক চিত্রশালা। নানা ধরনের বিচিত্র চিত্রের বর্ণময় সম্ভার। সমালোচকগণের মতেও বাণ যেন সমস্ত কিছুই উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছেন, আর নূতন চিত্রকল্প রচনার যেন কিছু নেই। তাই 'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্'—মন্তব্যটি কখনোই অতিশয়োক্তি বলে মনে হয় না।

4. Write a note on Bāṇabhaṭṭa's merits and demerits in literary style as you have read in Kadambari.

উপরি উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরের জন্য ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

5. Summarise, in your own words, the advice of Sukanasa to Candrapida as you have read in your text and add a few lines on Bana's literary style revealed therein. (Hons. '93,'96, '97)

উজ্জয়িনীরাজ তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড় বিদ্যার্জ্জন সমাপ্ত করে ফিরে এলে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পিতা তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অভিষেকের পূর্বে চন্দ্রাপীড় সচিবশ্রেষ্ঠ শুকনাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে শুকনাস বিনীত চন্দ্রাপীড়কে অধিক বিনীত করবার ইচ্ছায় উপদেশ দিলেন।

উপদেশ দানের সার্থকতা প্রতিপাদন করে শুকনাস বললেন—যৌবনে মানুষের মন স্বভাবতই মোহাচ্ছন্ন থাকে, যদিও চন্দ্রাপীড় সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ও ধীর, তবুও তার সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, যেহেতু সম্পদের অহংকার ও বিষয়ের আকর্ষণ বড় ভয়ংকর। নূতন যৌবন, অনুপম সৌন্দর্য, অমানুষী শক্তি ও জন্মের পরই যে প্রভুত্ব—প্রত্যেকটিই অনর্থকর। এ সবগুলির সম্মিলন ঘটলে তো আর কথাই নাই, কারণ শাস্ত্রজ্ঞানসত্ত্বেও যৌবনকালে বুদ্ধি কলুষিত হয়। একবার বিষয়রসের আস্বাদ পেলে হৃদয়ে আর কোন উপদেশই প্রবেশ করে না। চন্দ্রাপীড়ের বিষয়ের নেশা এখনও জমেনি, তাই এ সময়ই তার উপদেশ লাভের উপযুক্ত অবসর।

বংশ বা বিদ্যা দুষ্প্রবৃত্তিকে রোধ করতে পারে না, জলেও বাড়বানল জ্বলে ওঠে। কেবল সদ্‌গুরুর উপদেশেই মানুষ জরাহীন বার্ধক্য, জলহীন স্নান ও উদ্বেগহীন সতর্কতা লাভ করতে পারে। বিশেষ করে রাজাদের পক্ষে এরূপ উপদেশের উপযোগিতা অসীম। কিন্তু উপদেশ দিতে কেউই সাহস করেন না, কারণ অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষায় সকলেই প্রায় চাটুকারিতা করে। যে রাজা কল্যাণকামী, রাজলক্ষ্মীর কুৎসিত রীতিনীতির প্রতিই তাঁর সর্বপ্রথম দৃষ্টিপাত করা উচিত। লক্ষ্মী অত্যন্ত চঞ্চলস্বভাবা, বহুযত্নে একে লাভ করতে হয়, আর বহু কষ্টে পালন করতে হয়। ইনি কোন ব্যক্তিকেও খাতির করেন না, কুলশীল, রূপ, বিদ্যা, ত্যাগ, ধর্ম, বিশেষজ্ঞতা, বংশমর্যাদা, আচার, সত্য, শুভলক্ষ্মণ কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করেন না। হালকা লোককে ক্ষেপিয়ে তোলেন, অথচ যাঁরা বিদ্বান, গুণবান, উদারহৃদয়, দাতা, বিনীত ও মনস্বী, তাঁদের দূর থেকেই পরিহার করেন। এমন লোক একান্তই বিরল যিনি এই নীচস্বভাবা লক্ষ্মীর দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে পরে প্রতারিত না হন।

এই দুরাচারিণী লক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষ লাভ করে রাজাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তাঁরা সকলে অবিনয়ের পাত্র হয়ে ওঠেন। কেউ সম্পদের মোহে বিহ্বল হয়ে যান। কেউ ঐশ্বর্যের উন্মায় ফেটে পড়েন, কেউ বা অঙ্গের ভার যেন বইতেই পারেন না, পঙ্গুর মত চলাফেরা করেন, কথা বলতেও যেন কষ্ট বোধ করেন, সম্মুখের

Scanned with CamScanner

বন্ধুজনকেও দেখতে পান না। মহামন্ত্র পাঠেও তাঁদের চৈতন্য লাভ করানো যায় না। তাঁরা যে অধঃপতিত তা নিজেরাও বুঝতে পারেন না।

কেবল তাই নয়, নির্বোধ রাজাদের আরও বিড়ম্বনা ঘটে থাকে। যে সব ধূর্ত বঞ্চনায় চতুর, স্বার্থসাধনে তৎপর, তারা রাজাদের দোষগুলিকেও গুণ বলে প্রতিপন্ন করে। পাশাখেলাকে আমোদ, মদ্যপানকে বিলাস, প্রমত্ততাকে বীরত্ব, স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রভুত্ব, চঞ্চলতাকে উৎসাহ ইত্যাদি ক্রমে নিজের চরিত্রের সব শিথিলতাই চাটুকারদের মুখে শুনতে শুনতে তাঁদের মহত্ত্ব বলে মনে করেন। তারা সব এমন মাহাত্ম্য বর্ণনা করে স্তুতিবাদ করতে থাকে যে, সেই সব শুনতে শুনতেই সেই সব রাজন্যবর্গ নিজেদের দেবতারূপে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে যান। মনে করেন, যেন তাদের হাত দুখানির মাঝে অন্য দুখানি হাত লুকানো আছে, যেন তাঁদের ললাটেও তৃতীয় নয়ন। এরূপ অসত্য মাহাত্ম্যের গর্বে স্ফীত হয়ে অন্যের সঙ্গে সঙ্গ তো দূরের কথা, কারোর প্রতি দৃষ্টিপাত করাও যেন বরদান বলে মনে করেন। কাউকে স্পর্শ করাকে মনে করেন তাকে পবিত্র করা। আর ব্রাহ্মণ বা দেবতা অর্থাৎ প্রণম্য যাঁরা, তাঁদের প্রতি সম্মান করেন না। মন্ত্রীদের উপদেশে তাঁরা বিরক্ত হন, শুভার্থীদের কথায় তাঁদের ক্রোধ জন্মায়। সব কাজ ছেড়ে দিয়ে যারা দিবারাত্র করযোড়ে ইষ্টদেবতার মত শুধু রাজাদেরই স্তবস্তুতি করে, কেবল তাঁদের প্রতিই তাঁরা প্রসন্ন হন। রাজারা শুধু তাদের কথাই বলেন, তাদেরকেই ধনদান করেন, তাদেরকেই বিশ্বাস করেন, তাদের কথায় ওঠেন বসেন এবং তাদেরই মাথায় তুলেন।

কাজেই এরূপ জটিল রাজতন্ত্রে এবং মোহময় যৌবনে চন্দ্রাপীড়ের পক্ষে সংযত সতর্ক হয়ে চলা উচিত। যাতে সজ্জনগণের নিকট অশোভনীয় ও বন্ধুগণের নিকট হাস্যাস্পদ হতে না হয়। সেবকেরা যেন ইচ্ছামতো সুখভোগ না করে, লক্ষ্মী যেন বিড়ম্বনা না করেন, বিষয়সুখ যেন সম্পূর্ণভাবে হৃদয়কে হরণ করতে না পারে।

চন্দ্রাপীড় ধীর, তারাপীড়ও বহু যত্নে তাঁকে শিক্ষাদান করেছেন, তবুও শুকনাস তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে নানা সদুপদেশ দিলেন। যেহেতু উপদেশের পাত্রও যেমন দুর্লভ, গুণবানের স্খলনও তেমনি অত্যন্ত শোচনীয়। তাই তিনি বারবার বলছেন, কি গুণবান, কি শীলবান, কি কুলীন সকলকেই অধঃপতিত করে থাকেন এই দুর্বিনীতা লক্ষ্মী।

Scanned with CamScanner

Bana's style — ভূমিকা দ্রষ্টব্য

6. Give an account of the fickleness of character of Laksmi as advised by Sukanasa to Candrapida.

যৌবরাজ্যে অভিষেকের প্রাককালে অধীতবিদ্য চন্দ্রাপীড়, সচিবশ্রেষ্ঠ শুকনাসের নিকট উপস্থিত হলে শুকনাস তাকে উপদেশের গুরুত্ব বুঝিয়ে রাজলক্ষ্মীর চাঞ্চল্য বিষয়ে বিস্তারিত বললেন, যেহেতু রাজাকে আশ্রয় করে এই দুর্বিনীতা লক্ষ্মী তাকে বিপথগামী করে।

এই লক্ষ্মী যেন বীর যোদ্ধাদের তরবারির ধারে বাস করে। সাগর থেকে উদ্ভূত হওয়ার কারণে পারিজাত থেকে রক্তরাগ, চাঁদের কাছ থেকে বক্রতা, উচ্চৈঃশ্রবার নিকট চাঞ্চল্য, কালকূট বিষের কাছ থেকে মোহনশক্তি, মদের কাছ থেকে মত্ততা, কৌস্তুভমণির থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা সঙ্গে নিয়েই যেন আবির্ভূত হয়েছিল।

নীচ প্রকৃতি এই লক্ষ্মী। অনেক কষ্টে একে রক্ষা করতে হয়। সন্ধিবিগ্রহরূপ দড়ির বাঁধনে বেঁধে রাখলেও সে চলে যায়। এ কোন পরিচয় রক্ষা করে না, বংশগৌরব রক্ষা করে না, রূপ দেখে না, চরিত্র দেখে না, দক্ষতার আদর করে না, বিদ্যা ধর্ম বা ত্যাগ—কোন্ কিছুরই আদর করে না, বিশেষজ্ঞতার বিচার করে না। এ সত্যকে বোঝে না, লক্ষণের মূল্য স্বীকার করে না। মনে হয়, পদ্মবনে বিচরণকালে কাঁটায় বিক্ষতচরণ হয়ে কোথাও দৃঢ় পদক্ষেপ করতে পারে না। নারায়ণের প্রিয়া হয়েও খলব্যক্তিকে আশ্রয় করে। সর্বদাই এক রাজা থেকে অন্য রাজাকে আশ্রয় করে। গঙ্গার মত এ চঞ্চলা, অন্ধকার পাতাল গুহার মত তমোগুণযুক্তা, বিদ্যুতের মত ক্ষণস্থায়ী। সজ্জন, বীর ও দাতাকে এই লক্ষ্মী পরিত্যাগ করে।

গুণবান্ ব্যক্তিকে অপবিত্র মনে করে লক্ষ্মী তাকে স্পর্শ করে না, মনস্বীকে আদর করে না, সজ্জনকে দুর্লক্ষণের মতোই দেখে না, সৎকুলোৎপন্ন ব্যক্তিকে সাপের মতই লঙ্ঘন করে। বীরকে কাঁটার মতই ত্যাগ করে, দাতাকে স্মরণ করে না, মনস্বীকে উন্মত্তের মতো উপহাস করে।

লক্ষ্মী যেন ইন্দ্রজাল দেখিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। ধনের অহঙ্কার জন্মায়, শিব হয়েও অশিব স্বভাব বিস্তার করে। অমৃতের সহোদরা হয়েও বিষতুল্যা। লক্ষ্মীর প্রভাব অসাধারণ। এই চপলা যেখানেই আবির্ভূত হয়, সেখানেই পরহিংসা

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পরপীড়ন প্রভৃতি দুষ্কর্ম উপস্থিত হয়। বিষয়বাসনারূপ বিষ বৃদ্ধি পায় এর সাহয্যেই। এর আকর্ষণ অমোঘ। সমস্ত বিনয় এর প্রভাবে দূর হয়ে যায়, মোহ এসে আশ্রয় করে, রাজাদের চিত্ত কলুষিত করে, কপটাচরণ ও সৌজন্যহীনতা প্রকাশ পায়। বাণভট্ট অসাধারণ ভাষায় এই লক্ষ্মীর চরিত্র প্রকাশ করে বলেছেন— 'ধর্মাচরণরূপ চন্দ্রমণ্ডলের পক্ষে রাহুর জিহ্বা এই লক্ষ্মী।'

রাজারা লক্ষ্মীর প্রভাবে দুরাচারপরায়ণ হয়ে ওঠে। তাই শুকনাস চন্দ্রাপীড়কে লক্ষ্মীর স্বভাব ও ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে বারংবার সাবধান করে দিয়েছেন।

Scanned with CamScanner